দৈনিক খবর

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

55

তারিখ ... 25 JUN 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম ... 4 ...

৫০

আইনের ফাঁক গলিয়ে চাকরি ফেরত পাবার তদবির

।।খবররিপোর্ট।।

গুরুতর অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে সাময়িক বরখাস্ত একজন

৭-এর পাতায় দেখুন

আইনের ফাঁক গলিয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কর্মকর্তা চাকরিচ্যুত হবার পরিবর্তে আইনের ফাঁক গলিয়ে পুনরায় চাকরি ফেরত পাবার তদবির করছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের প্রাক্তন সদস্য এবং পরবর্তীতে গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ এ. এ. ফয়জুল কবীরের বিরুদ্ধে কতিপয় গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনপূর্বক তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চালু করে তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়। তদন্ত বোর্ডের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্তে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা আপীল) বিধিমালা ১১(১) বিধি অনুসারে ৮৮ সালের ১লা আগষ্ট ফয়জুল কবীরকে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। যার নম্বর হলো শাখা-৭/৭সি-৪/৮৮/৭১৫ শিক্ষা।

এদিকে তদন্ত বোর্ড তদন্ত শেষে ফয়জুল কবীরকে গুরুতর অসদাচরণের দোষে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। এর প্রেক্ষিতে তাকে চাকরি হতে সর্বোচ্চ গুরুদণ্ড হিসেবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত অবগত করানো এবং তাকে দ্বিতীয়বারের মত কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। জনাব কবীরের জবাব পাবার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাঁকে চাকরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন।

এদিকে জনাব কবীর একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হওয়ায় বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের সম্মতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বাংলাদেশ কর্মকমিশন (পিএসসি) সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা আপীল) বিধিমালার ৪(৩)(৬) ধারা অনুসারে তাকে চাকরি হতে বরখাস্ত করার সুপারিশ প্রদান করে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এদিকে গত ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬ দিন পর জনাব কবীরকে বরখাস্ত এবং যে কোন গুরুদণ্ড প্রদান করার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে সার সংক্ষেপ প্রেরণ করে। কিন্তু ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট সময়সীমা ১৫০ দিন পার হয়ে গেছে। সরকারী বিধি অনুযায়ী কোন সরকারী প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করতে হলে তাকে সাময়িক বরখাস্তের ১৫০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে বরখাস্ত করতেহবে।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে তিন তিনবার দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পর তদন্ত সাপেক্ষে ফয়জুল কবীরকে গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট থেকে সরকার সরিয়ে নিতে বাধ্য হন। বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের সদস্য থাকা অবস্থায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারী তহবিল তসরুপ, অপব্যয় ও দুর্নীতির বহু অভিযোগ রয়েছে।

ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কেমন করে ফয়জুল কবীর বার বার আইনকে ফাঁকি দিয়ে বেঁচে যাচ্ছেন- এই মত ব্যক্ত করে অভিজ্ঞ মহল তার সুষ্ঠু বিচার করার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদনকরেছেন।